দৈনিক
ইত্তেফাক
তারিখ 07 DEC 2008
পৃঃ - ১৬ কলাম - ৫

ঢাবিতে ভর্তির আগেই ৮ মাসের সেশনজট

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আগেই আট মাসের সেশনজটের কবলে পড়তে হচ্ছে চ
ক্ষাবর্ষে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের। গত নভেম্বর মাসে ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরী
র্যক্রম শুরু হলেও এখন পর্যন্ত তা শেষ হয়নি। আগামী জানুয়ারি মাসের আগে ভর্তি কার্য
ধ করা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। ফলে পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ই
র্চ্ছু শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েছে। মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি বিভাগের শর্তারো
ান্তকে চ্যালেঞ্জ করে এক শিক্ষার্থীর রিটের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর ভ
র্যক্রম ৪ সপ্তাহের স্থগিতাদেশে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি ইউনিটের মাধ্যমে অনার্স প্রথমবর্ষে প্রায় সা
হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। তবে বিভিন্ন কারণে (১৫শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবিতে ভর্তির আগেই

(১৬শ পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি বিভাগে নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির আগে থেকে ছয় মাসের সেশনজট রয়ে
ক্ষ বার বার চেষ্টা করেও সেশনজটের সমস্যা সমাধান করতে পারেনি।

শিক্ষা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে সনাতন পদ্ধতি ভেঙ্গে ২০০৬-০৭ সে
বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুযায়ী ১ জানুয়ারি থেকে ক্লাস শু
র কথা। ডিসেম্বরের মধ্যেই ভর্তি পরীক্ষা শেষ করার নিয়ম চালু করা হয়। সকল ইউনিটের ভ
ম ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ না হওয়ায় নতুন করে আরো ২ মাসের সেশনজট সৃষ্টি হবে। সক
টের ভর্তি কার্যক্রম শেষ করে আগামী ফেব্রুয়ারীর আগে ক্লাস শুরু করা সম্ভব নয় বলে শিক্ষ
রছেন। এ কারণে সব মিলিয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের আট মাসের সেশনজট কাঁধে নিয়ে ক্লাস শু
হচ্ছে।

চলতি ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে কর্তৃপক্ষ বাংলা, ইংরেজি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভা
ত্ত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ভাষা বিজ্ঞান এবং উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগে ভর্তির জন্য এ
এবং এইচ এস সি বা সমমানের পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজিতে দু'শ নম্বর থাকার শর্ত আরোপ করে
সমূহের নেয়া সিদ্ধান্ত বিধিসম্মত নয় এমন অভিযোগ এনে আলিম পাস করা ইব্রাহিম নামে শিক্ষার্থ
ভেম্বর হাইকোর্টে রিট দায়ের করে। গত সপ্তাহে রিটের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ওই শুনানিতে
্যালয়ের 'খ' ও 'ঘ' ইউনিটের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সব ধরনের ভর্তি কার্যক্রমে স্থগিতাদেশের নির্দে
ইকোর্ট।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন বলেন, সেশনজট নিরসনের লক্ষ্যে যথাসময়ে
সম্পন্ন করা হয়েছে। কিন্তু শর্তারোপের সিদ্ধান্তের বিষয়ে আদালতের রায়ের কারণে আমা